বিজয় দিবসে ছেঁড়া-ফাটা পতাকা উত্তোলন: জরিমানা আদায়

কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন না করাসহ ছেঁড়া-ফাটা পতাকা উত্তোলন করায় ৬০ হাজার ৫ শ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল বুধবার বিজয় দিবসের দিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুমারখালি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মুহায়মিনুল আল জিহান।

ইউএনও রাজিবুল ইসলাম খান জানান, মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে কুমারখালি উপজেলায় প্রস্তুতি সভায় বারবার তাগাদা দেয়া, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে বারবার বৈঠক, বারবার মাইকিং করে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য নির্দেশনা দেওয়ার

পরেও গতকাল সকাল হতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন মনিটরিং উপ-কমিটির অভিযান চালিয়ে দেখে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পতাকা উত্তোলন করেনি এবং কিছু প্রতিষ্ঠানে ছেঁড়া-ফাটা পতাকা উত্তোলন করায় ৬০ টি মামলায় ৬০ হাজার ৫শ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও ভবিষ্যতে আর এমন হবে না মর্মে মুচলেকা নেওয়া হয়।

বাণিজ্যিকভাবে মধুর খামার করে স্বাবলম্বী কুষ্টিয়ার মামুন

পড়াশোনা শেষ করে চাকরির আশা না করে মধুর বাণিজ্যিক চাষের দিকেই মনোযোগ দেন মামুন। তিনি এখন বাণিজ্যিকভাবে মধুর খামার করে ভাগ্যবদল করতে পেরেছেন নিজের ও তার পরিবারের।

‘শখের বশেই ১৯৯৭ সালে দুই হাজার ৬০০ টাকা দিয়ে মাত্র চারটি মধুর বাক্স কিনে সরিষা ফুলের মধু সংগ্রহ শুরু করে বাণিজ্যিকভাবে মধুর খামার করে স্বাবলম্বী হয়েছেন খামারি মামুন-অর-রশিদ। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের গেটপাড়া গ্রামের মৃত মসলেম উদ্দিন মণ্ডলের ছেলে মামুনকে এখন সবাই ‘মধু মামুন’ নামে ডাকেন।

কারিগরি কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই ১৯৯৭ সালে মাত্র ৪টি মধুর বাক্স নিয়ে শুরু হয় মধু মামুনের পথচলা। এখন তার খামারে দুই শতাধিক মধুর বাক্স রয়েছে, যেগুলোর প্রতিটির মূল্য ৭/৮ হাজার টাকা।

বছরে ৯/১০ টন করে মধু উৎপাদন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ায়ও রফতানি করেন।

সরেজমিনে গেলে ধুবাইল মাঠের খামারে কর্মরত মামুন বলেন, ‘শখের বসেই ১৯৯৭ সালে ২ হাজার ৬০০ টাকা দিয়ে মাত্র ৪টি মধুর বাক্স কিনে সরিষা ফুলের মধু সংগ্রহ শুরু করি। ১৯৯৮ সালে মাস্টার্স পাস করলেও চাকরির আশা না করে মধুর বাণিজ্যিক চাষ করে আসছি’।

‘বর্তমানে আমার মধু খামারে ৮ জন কর্মচারী সারা বছরই মধু উৎপাদন করেন। ২০১৫-১৬ বছরে ৯ টন ও ২০১৬-২০১৭ বছরে ১০ টন মধু পেয়েছি। এ বছরও একই পরিমাণ পাওয়ার আশা করছি’।

তিনি আরো বলেন, ‘কুষ্টিয়ার মিরপুর ও সদরের বিত্তিপাড়া, নাটোরের গুরুদাসপুর ও চলনবিল, শরীয়তপুর, মাদারীপুরসহ বিভিন্ন স্থানের খামারের মাধ্যমে মধু সংগ্রহ করি। নভেম্বর থেকে কুষ্টিয়ার মিরপুর ও বিত্তিপাড়া এবং নাটোরের চলনবিলের সরিষা ফুলের মধু, এরপর কালজিরা ফুলের মধু এবং সবশেষে শরীয়তপুরের কালজিরার মধু ও নাটোরের গুরুদাসপুরের লিচু ফুলের মধু সংগ্রহ করি’।

এ বছর মামুন এ মাঠে ২০টি বাক্সের মধুর খামার করেছেন। তার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১ হাজার ৫০০ কেজি। মামুন বলেন, ‘গত বছর খামার থেকেই এবং বিভিন্ন জেলা-উপজেলা ও কোম্পানির কাছে ৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেছি। আমার খামার থেকে মধু অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হয়। বেশিরভাগ কোম্পানিই স্বল্পমূল্যে মধু কিনে নিয়ে তাতে কেমিক্যাল মিশিয়ে চড়া দামে বিক্রি করে।

‘গাছি সংগ্রহকারীরা মৌচাকে চাপ দিয়ে সংগ্রহ করেন। এতে মধুর গুণাগুণ ৪০ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়। আর আমার খামারে যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস দিয়ে সংগ্রহ করি। এতে আমাদের মধুর গুণাগুণ

অক্ষুণ্ন থাকে’।

‘সরকারিভাবে বিক্রির ব্যবস্থা করা হলে আমরা মৌ খামারিরা আরো বেশি লাভবান হতে পারবো’- বলেন মামুন।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, উপজেলার মডেল মৌ-খামারি মামুন মধুর চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। তার সাফল্য দেখে আরও অনেকেই বাণিজ্যিকভাবে মধু চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। তিনি বলেন, আমরা সরকারীভাবে মৌ-বক্স বিতরণ করেছি এবং গেলো বছর তার মৌমাছি ও মধু আনায়নের জন্য কৃষি অফিস থেকে ভর্তুকিতে পিকআপ দিয়েছি। সরকারিভাবে মধু কেনার ব্যবস্থা হলে মৌ খামারিরা আরো লাভবান হবেন বলে মনে করেন তিনিও।

ইবি কর্মকর্তাদের দু’গ্রুপে সংঘর্ষ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) কর্মকর্তাদের দু’গ্রুপ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক ও সাংবাদিক লাঞ্চিত হয়েছেন। এছাড়া শ্রদ্ধাঞ্জলির পুষ্পমাল্য ভেঙে পায়ে মাড়ানোরও অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে ক্যাম্পাসের মুক্ত বাংলা চত্ত্বরে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্তরা ঘটনার পরপরই নিজেদের ভুল স্বীকার করে সাংবাদিকদের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ক্যাম্পাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম স্মারক ভাস্কর্য ‘মুক্ত বাংলা’য় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ নিয়ে কর্মকর্তাদের দুটি পক্ষ বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন। পরে তা মারামারিতে রূপ নেয়। এসময় তাদের হাতে বাঁশ ও লাঠি দেখা যায়।

কর্মকর্তা সমিতির সদস্যরা একপর্যায়ে কর্মকর্তা এসোসিয়েশনের

সদস্যের ধাওয়া করে প্রধান ফটক পার করে দিয়ে আসেন। এসময় ছবি তুলতে গেলে কয়েকজন কর্মকর্তা সাংবাদিকদের কাজে বাধা দেন।

এর আগে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ একে একে শিক্ষক সমিতি, কর্মকর্তা সমিতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। পরে সকাল পৌনে ১১টার দিকে কর্মকর্তা সমিতি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন গড়া অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কয়েকজন কর্মকর্তা ফুল দিতে গেলে কর্মকর্তা সমিতির সদস্যরা বাধা দেন।

কর্মকর্তা সমিতির অভিযোগ অফিসার্স ইউনিটির কর্মকর্তারা জুতা নিয়ে বেদিতে ফুল দেন। এসময় তারা বাধা দিতে গেলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে কর্মকর্তা সমিতির ধাওয়া খেয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে অফিসার্স ইউনিটের কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র বর্মণ বলেন, ‘আমার ২২ বছরের শিক্ষকতা জীবনে কখনো এমন ঘটনার সৃষ্টি হয়নি। এ ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক, অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপ্রত্যাশিত।’

এদিকে, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কমকর্তাদের এমন মারামারি ও পুষ্পমাল্য ভেঙে পায়ে মাড়ানোর ঘটনায় নিন্দার ঝড় বইছে। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, ছাত্রসংগঠন এই ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ঘটনাটিকে ইবির ইতিহাসের জঘন্যতম ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও সরব হয়েছেন সাবেক-বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সুত্র:- নয়া দিগন্ত

কুষ্টিয়ার দুর্বাচারায় বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার দুর্বাচারা গ্রামে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে সর্বস্তরের মানুষ।

দুর্বাচারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে অবস্থিত শহীদদের

কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনসহ সর্বস্তরের জনগণ।

১৯৭১ সালে বংশীতলা যুদ্ধে যারা শহীদ হন তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠকে সমাহিত করা হয় দুর্বাচারা স্কুল প্রাঙ্গনে। পরবর্তীতে এখানে সরকারের তত্ত্বাবধানে গড়ে তোলা হয়েছে স্মৃতি কমপ্লেক্স।

প্রতি বছর দুর্বাচারায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সরকারীভাবে বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়।

সকালে শহীদদের কমপ্লেক্সে শ্রদ্ধা জানান কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, উজানগ্রাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন মোল্লা, উজানগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা সাবু-বিন-ইসলাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার অফিসার ইনচার্জ মোস্তাফিজুর রহমান, কুষ্টিয়া সদরের উপজেলা শিক্ষা অফিসার সিরাজুম মনিরা, সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার মোশারফ হোসেন।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুবায়ের হোসেন চৌধুরী।

এছাড়া শ্রদ্ধা জানান শহীদ পরিবারের সদস্য ও সাধারণ জনগণ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তৎকালীন বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার রয়েছে গৌরবময় অবদান। মেহেরপুরের আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ১৯৭১ সালে কুষ্টিয়ার প্রত্যনত্ম গ্রামাঞ্চলের মানুষও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধে। তেমনি এক জনপদ ঐতিহ্যবাহী দুর্বাচারা। কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী এই গ্রামের যুবকরা দেশমাত্রিকার জন্য জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে অংশ নেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কুষ্টিয়ার বংশীতলার যুদ্ধ ছিল অন্যতম। যুদ্ধস্থান হওয়ায় সবসময় বংশীতলা আলোচিত হয়েছে বেশি। কিন্তু এর পেছনে ছিল দুর্বাচারা অঞ্চলের যুবকদের অবিস্মরণীয় কীর্তি। মূলত ওই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ যোদ্ধাদের নিয়েই বংশীতলা যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ওই সময় বংশীতলা যুদ্ধের সমসত্ম কর্মকা- পরিচালিত হয়েছে দুর্বাচারা থেকে।

৫ সেপ্টে¤॥^র যুদ্ধের দিন পাক সেনারা বংশীতলা মোড়ে অবস্থান নিলে দুর্বাচারা থেকে পাল্টা আক্রমণে যান মুক্তিসেনারা। ওই যুদ্ধে সামগ্রিকভাবে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আবুল কাশেম। তবে ৫

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

তবে এ রিপোর্ট লেখা প্রযন্ত আহত ব্যাক্তির নাম জানা সম্ভব হয়নি।

বুধবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর ভবানিপুর সড়কে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত বিশা রশিকপুর গ্রামের মৃত, তছেন খার ছেলে।

জানা গেছে বিশা খা ও তার পার্টনার একসাথে কাচামালের ব্যাবসা করতো।

ব্যাবসায়ীক কাজে তার পার্টনার রশিকপুরে আসে। কাজ শেষে বাসায় যাওয়ার পথে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

ঘটনা শোনার পর মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

কোটচাঁদপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে মহান বিজয় দিবস পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে যথাযথ মর্যাদা, উৎসাহ-ঊদ্দীপনা ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্তরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যদিয়ে দিবসটি শুরু করা হয়। পরে নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় উপজেলা পরিষদ চত্তরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য এ্যাড.শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল। পরে পরিষদ মিলনায়তনে শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সংসদ সদস্য এ্যাড.শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, পৌর মেয়র জাহিদুল ইসলাম, মডেল থানার অফিসার

ইনচার্জ মাহবুবুল আলম, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম, পৌর আ.লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডল, যুগ্ন-আহ্বায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম। এছাড়াও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগ।

গতকাল বুধবার সকালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর ম্যূরালে জেলা তাঁতীলীগের নেতাকর্মীরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

জেলা তাঁতীলীগের সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারন সম্পাদক হারুন অর রশীদ সিনিয়র সহসভাপতি সরোয়ার হোসেন, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক বিপুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসান লিটন,
মমিনুল হক বকুল, সদর উপজেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক আক্কাস আলী, সদস্য সচিব মেজবাহুর রহমান লিগ্যারসহ জেলা ও উপজেলার নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি যেন বিজয়কে গ্রাস না করে

সমসাময়িক রাজনিতিতে মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি যেভাবে মাথাচারা দিয়ে উঠেছে এর দায়ভার বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এড়াতে পারে না।

সুতরাং এখন সময় আছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজয়কে ধরে রাখতে হবে।

মৌলবাদ এবং সাম্প্রাদায়িক শক্তি যেন বিজয়কে গ্রাস না করে।

মহান বিজয় দিবসে মুজিবনগর সৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনকালে এমন কথা বলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (বিসিএল) কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি নুরু- উছা-সাফা প্লাবন।

শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা বাংলাদেশ জাসদ সভাপতি তরিকুল ইসলাম,মুজিবনগর উপজেলা জাসদ সভাপতি বেল্লাল হোসেন,জাসদ নেতা সোহেল রানা, সোহেল খান,ছাত্রলীগ (বিসিএল) নেতা রাকিবুল ইসলাম, সাগর আলী,তুষার, শাকিবুল, সারজেত,সাঈদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা বিএনপির উদ্দ্যোগে মহান বিজয় দিবস পালন

“মহান বিজয় দিবস-২০২০ হোক শৃংখল মুক্তির” এই অঙ্গীকারে আলোচনা সভা, বর্নিল শোভাযাত্রা, শহীদ স্মৃতিসৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ সহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ বুধবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয় প্রাঙ্গনে পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, সদর

উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডঃ মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শেখ সাঈদ আহমেদ, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে বর্ণিল বিজয় শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিন করে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়স্থ শহীদ স্মৃতিসৌধে পুস্মমাল্য অর্পণ করা হয়।

আলোচনা সভা, শোভাযাত্রা ও পুস্পমাল্য অর্পণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি হাজী ফজলু খান, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনি, পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি হাবিব ইকবাল, জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা,

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, পৌর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আবু ইউসুফ মিরন, পৌর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক হাফিজুর রহমান হ্যাপি, জেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের আহবায়ক রাইহানুল কবীর, জেলা যুবদল সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারন সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু,

জেলা জাসাস এর আহবায়ক প্রভাষক মাহফুজুর রহমান অশেষ, জেলা জাসাস এর সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, সদর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি তৌফিক এলাহী সাকিল, সদর উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক বখতিয়ার খালিদ বুলবুল, সদস্য সচিব রাশেদুল ইসলাম রাজন, মেহেরপুর সরকারী কলেজের আহবায়ক ফাহিম আহনাফ লিংকন, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক তৌফিক এলাহী সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।